দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কোচিং সেন্টার ঃ প্রসঙ্গ কথা

এম এন রাশেদা

বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের 'সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় লক্ষ্য করা গেল একটি নামের পরিচয়ে লেখা হয়েছে বিএসসি (অনার্স) ঢা. বি, এম,এস,এস অর্থনীতি (ঢা. বি.) ঢাকা কলেজ। পরবর্তীতে আর একটি নামের পরিচয়ে আছে তৃতীয় বর্ষ দর্শন বিভাগ ঢা. বি নটরডেম কলেজ। ঢাকা কলেজ এবং নটরডেম কলেজের অধীনে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্পর্কে পূর্বে জানা ছিল না। এ সবকিছুই যে শিক্ষার্থীদের ধাঁধায় ফেলে ব্যবসায়িক ফায়দা লুটার জন্য অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এই ঘটনাগুলো শুধু বর্ণিত কোচিং সেন্টারেরই নয়।

কোচিং সেন্টার নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক কথা হয়েছে। এদের নৈতিকতার বিষয় নিয়েও অনেক লেখালেখি হয়েছে। তবে এর ফলে এই ব্যবসার রমরমা ভাব যে কমেছে তা নয়। কোচিং সেন্টারের প্রতি শিক্ষার্থী-দের ঝোঁকের প্রথম কারণ হিসেবে বলা যায়- স্কুলের পাঠ্যবইগুলোতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজে পায় না, দ্বিতীয়ত কোন কোন প্রতিষ্ঠানে যথার্থভাবে পড়াশোনা হয় না, তৃতীয়ত প্রবল প্রতিযোগিতার দরুন শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিশ্চয়তা থাকে না। তার উপর রয়েছে শত শত কোচিং সেন্টারের ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন বিজ্ঞাপন যা সরলমনা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ শুধু বাড়িয়েই তোলে। এ ধরনের আরও কিছু কারণ থাকতে পারে। কোচিং সেন্টারসমূহের ঐ সকল বিজ্ঞাপন এদেশের সিনেমার ঐ 'নাচে গানে ভরপুর' ধরনের বিজ্ঞাপনী মানকেও আজ দারুণভাবে লজ্জা দেয়।

সে রকমই নিজেদের 'প্রচারসর্বস্ব বিজ্ঞাপনে সমৃদ্ধ একটি কোচিং সেন্টারের সপেক্টাস উদ্যোক্তারা বাসায় এসে দিয়ে লেও তক্ষুণি খুলে দেখার সময় হয়নি বং আমাকে দেয়ার কারণও বুঝিনি। পরে বশ্য জানতে পারলাম ঐ কোচিং ন্টারের প্রতি একজন বিশিষ্ট প্রাণিবিদ খানে ভুল বানানে) এবং একটি লেজের সহযোগী অধ্যাপিকা হিসেবে পেক্টাসে আমার শুভ কামনা ছাপানো য়েছে। বলে নেয়া ভাল যে কোন বিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের কোন র্টিফিকেট আমার নেই কিংবা আমি বিশেষজ্ঞও নই। একজন উদ্ভিদবিদ হিসেবেও দাবি করি না, কারণ এখনও নিজেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী হিসেবেই মনে করি। সহযোগী অধ্যাপিকাও নই। কারণ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার জগতে সরকারীভাবে অতদূর পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ এখনও সৃষ্টি হয়নি।

কোচিং সেন্টারের ভাষায় 'দি অপ-সোনিন কোচিং সেন্টার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক এবং ঐতিহ্যবাহী কলেজসমূহের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অধ্যা-পিকাবৃন্দের প্রশংসাপত্র ও উপদেশবাণী' এই শিরোনামে যে একশ' জনের প্রশংসাপত্র ছাপানো হয়েছে এবং ভুল নামের জাল স্বাক্ষরে আমার যে নাম ছাপানো হয়েছে সে সম্পর্কে আমার বিন্দুবিসর্গ জানার কথা নয়। 'দি অপসোনিন' নামে যে কোচিং সেন্টার আছে- প্রতিদিন হাজার বিজ্ঞাপনের মাঝে আমি তা কখনও লক্ষ্য করিনি, হয়তবা প্রয়োজনবোধ করিনি তাই। কারও সম্পর্কে না জেনে তাদের কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানানো যুক্তিসঙ্গত নয়: আমার স্বাক্ষর জাল প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের প্রতিষ্ঠানের আরও কয়েকজনেরও তা প্রমাণিত হল। 'দি অপসোনিন' যদি সত্যি কোন শিক্ষাদানের কেন্দ্র হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই কালো দিকটিকে কিভাবে মূল্যায়ন করা যাবে?

কিছুদিন পূর্বে 'সংবাদ'-এ দেখেছিলাম একই ছাত্রীকে নাকি দু'টি কোচিং সেন্টার নিজেদের বলে দাবি করে ছবি ছাপিয়েছিল। যাহোক 'দি অপসোনিন'-এর প্রচ্ছদেও অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর এবং তাদের বাবা-মার সাথেও ছবি আছে। কথা হলো যে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় তারা কি শুধু এই তিন মাস বা ছয় মাস পড়াশোনা করেই তা পায়? এর সাথে কি তাদের স্কুলজীবনের দশ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক জীবনের দু'বছর শিক্ষা গ্রহণের কোনই মূল্য নেই? যে প্রাইমারী, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষকরা শ্রম দিয়ে এসব শিক্ষার্থীর মাঝে তিলে তিলে মেধার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন তাদের অবদান কি এতই মূল্যহীন? বহু রংয়ের ব্যয়বহুল প্রকাশনার প্রচ্ছদের নিচে কি তা শুধু চাপা পড়ে যাবে?

উক্ত কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসের পাতা উল্টাতে যেয়ে হঠাৎ যেন থমকে গেলাম. শিরোনাম 'আমাদের শিক্ষকমন্ডলী : মেডিক্যাল কোর্স'- প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠা ঠাসা শিক্ষকদের নাম-পরিচয়। তারপরেই আছে 'দি অপসোনিন কোচিং সেন্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীমন্ডলী।' লোভ সম্বরণ করতে না পেরে গণনায় দেখা গেল মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনশ' ছয় জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের সম্মানিত শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দের সংখ্যা একশ' সাত জন।

আবার ধাক্কা খেলাম যে নামটি প্রচ্ছদে দেখিছি 'মেডিক্যালে জাতীয় মেধায় ৪র্থ মেয়েদের মধ্যে ৩য় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক' ইউনিটে মেয়েদের মধ্যে ১ম 'ঘ' ইউনিটে ৭ম হিসেবে- তাকেই আবার দেখছি মেডিক্যাল কোর্সে নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলীর মধ্যে। আবার পাতা উল্টিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের সম্মানিত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের তালিকার মাঝে মেধা তালিকায় ২১তম হিসেবে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিঁড়িতে পা দিয়েই 'সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা' হওয়ার গৌরব বিরল বলেইতো মনে হয়। একদিকে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রবীণ শিক্ষকরা যেখানে লাঞ্ছিত হচ্ছেন অন্যদিকে তাদেরই প্রতিষ্ঠানসমূহের নবাগত শিক্ষার্থীরা বিরল সম্মানে ভূষিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের 'সম্মানিত শিক্ষ-ক'বৃন্দের তালিকায় লক্ষ্য করা গেল একটি নামের পরিচয়ে লেখা হয়েছে বিএসসি (অনার্স) ঢা· বি, এম,এস,এস অর্থনীতি (ঢা· বি·) ঢাকা কলেজ। পরবর্তীতে আর একটি নামের পরিচয়ে আছে তৃতীয় বর্ষ দর্শন বিভাগ ঢা· বি নটরডেম কলেজ। ঢাকা কলেজ এবং নটরডেম কলেজের অধীনে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্পর্কে পূর্বে জানা ছিল না। এ সবকিছুই যে শিক্ষার্থীদের ধাঁধায় ফেলে ব্যবসায়িক ফায়দা লুটার জন্য অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এই ঘটনাগুলো শুধু বর্ণিত কোচিং সেন্টারেরই নয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সম্প্রতি অন্য একটি কেন্দ্রের আরও একটি অমার্জনীয় অপরাধ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তার নখর বিষাক্ত। এই নিবন্ধে তা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অন্যত্র হতে পারে। শিক্ষাদান একটি মহৎ পেশা এবং শিক্ষা যেখানে মানুষকে মানবিক, সুসভ্য ও কর্তব্যপরায়ণ করে সেখানে শিক্ষাদান কেন্দ্রের মানুষকে প্রতারণা করার জন্য সব রকমের ঝোঁক কি সমর্থনযোগ্য হতে পারে?

নৈতিকতা লংঘন বা স্বাক্ষর জাল করার দায়ে আইনের কতটুকু শাস্তি নির্ধারিত আছে আমার জানা নেই, চেষ্টাও করিনি। সে অন্য প্রসঙ্গ। তবে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা আছে। রাজনৈতিক দর্শনে অমিল থাকলেও প্রায় সব শিক্ষাকমিশন রিপোর্টেই নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা সম্পর্কে খুব একটা দ্বিমত নেই। যেমন '৭২-এর সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট রচিত এবং ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীতে নৈতিকতার প্রশ্নে বলা হয়েছে, ''শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে উঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাঠক্রমে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশে তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি প্রয়োজন---।''

দুঃখ হয় স্বাধীনতার ২২ বছরেও আমরা সর্বত্র শিক্ষার সে পরিবেশ পাইনি। এদেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ নিরক্ষর মানুষ শঠ বা প্রবঞ্চক নয়: যারা অক্ষরজ্ঞান অর্জন করেছে তারা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়নি। তাদের অক্ষরজ্ঞানের শিক্ষা শুধু ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্ত গড়ে উঠেছে। আজ মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তার দায়ভার বর্তমান প্রজন্মের নয়। এর দায়ভার এদেশের নেতৃত্বের, শিক্ষাবিদদের। যারা শিক্ষাব্যবস্থায় আজও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি দিতে ভীত। যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গনকে সন্ত্রাসীদের দ্বারা জিম্মি করে রাখে এবং যারা ছাত্রদেরকে স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। যারা শিশু-কিশোরদের পাঠ্যবই নিয়ে ব্যবসা করে, দুর্বোধ্য পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে শুধু নিজেদের স্বার্থের কথাই ভাবে। দেরিতে হলেও বিবেকবান মানুষদের একথাগুলো ভাবতে হবে। এ প্রজন্মকে যে বাঁচতে হবে।

['প্রশংসাপত্র ও উপদেশবাণী'তে আমার নাম দেখে আমার শুভানুধ্যায়ীরা বিভ্রান্ত হতে পারে এবং অনেকেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। সবার প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে যেয়ে যেয়ে দেয়া সম্ভব নয়। উক্ত কেন্দ্রটি আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেও সর্বসমক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়নি। আমার শুভানুধ্যায়ীদের কাছে কোচিং সেন্টারসমূহের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পর্কে আমার স্বচ্ছ মনোভাব ব্যক্ত করা ও তাদের প্রশ্নের উত্তরদানের জন্যই আমাকে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটির আশ্রয় নিতে হল।]